204

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 APR ১৯৯৮

পৃঃ 7 কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় □ অচলাবস্থা কাটেনি

কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত করেছেন ছাত্রদলের ডাকা ধর্মঘটে সব বন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচদিন ধরে অচলাবস্থা চলছে। কর্তৃপক্ষ বা কোন সংগঠন অচলাবস্থা নিরসনের উদ্যোগ নেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। ছাত্রদলের ডাকা ধর্মঘট চলছে। ক্যাম্পাস এখন সম্পূর্ণরূপে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের দখলে। হলে হলে ক্যাডাররা তাদের ভয়ংকর রূপ দেখানো শুরু করেছে। প্রতিটি হলে অসংখ্য বহিরাগত জড়ো করা হয়েছে। হলের পুলিশ গতকাল বঙ্গবন্ধু পাঠ কক্ষ হতে পরিত্যক্ত একটি বন্দুক উদ্ধার করেছে। অন্যান্য সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে ডেকে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছেন, কিন্তু এবার তেমন কোন সম্ভাবনা এখনো দেখা যায়নি।

বাম ছাত্র সংগঠনগুলোকে এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল; কিন্তু তারাও এ ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছে।

ছাত্রদলের কোন নেতা-কর্মীকে ক্যাম্পাস এলাকায় দেখা যায়নি। ছাত্রদল সমর্থকরাও অনেকে হল ছেড়ে চলে গেছে। ফলে প্রতিটি হলই ছাত্রলীগের একক নিয়ন্ত্রণে। প্রতিপক্ষবিহীন ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা অনেকটা পুলিশি নিরাপত্তায় নিশ্চিন্ত রয়েছে। জসীমউদ্দিন হলে ক্যাডারদের মধ্যে ইতোমধ্যেই মতবিরোধ শুরু হয়ে গেছে। এ হলে 'বরিশাল গ্রুপ' এবং লালবাগ এলাকার ক্যাডাররা অবস্থান করছে। দু'টি গ্রুপই চাচ্ছে এ হলে একটিমাত্র গ্রুপ থাকবে। জানা গেছে সংগঠনের পক্ষ থেকে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

গত ২৬শে এপ্রিল এফ রহমান হলে ক্যাডাররা হল সংসদের তালা ভেঙে সেখানে নিয়মিত আড্ডা দিচ্ছে। গত ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের খাবার ছিনতাই ও সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার পর হল কর্তৃপক্ষ সংসদ কক্ষে সিলগালা করে দেয়। হল সূত্রে জানা যায়, নিহত ছাত্রলীগ নেতা পার্থর শোক র‍্যালিতে আসার অপরাধে হলের ছাত্র মিজানের বিচার করার জন্য ক্যাডাররা হল সংসদের তালা ভাঙে। একইদিনে ক্যাডাররা এ হলের ৪০৭ নং রুমের তালা ভেঙে বহিরাগতদের থাকার ব্যবস্থা করে। হল সূত্রে জানা গেছে নতুন নির্মিত ৪র্থ ও ৫ম তলার রুমগুলো সিনিয়র এবং মেধাবী ছাত্রদের বরাদ্দ দেয়া হবে; কিন্তু কর্তৃপক্ষের এ নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েই ক্যাডাররা রুমটি দখল করে।

গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভা উপাচার্য অধ্যাপক অচলাবস্থা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

অচলাবস্থা ঃ কাটেনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডঃ একে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান পরিস্থিতি আলোচনা করে আগামী ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। যারা হল ছেড়ে চলে গিয়েছে তাঁদেরকে হলে আসার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও হল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করবে বলা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে শিগগিরই আলাপ-আলোচনা শুরু করার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হয়।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিক্রিয়া ঃ গতকাল সকালে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের এক সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ ও পুলিশের ভূমিকার নিন্দা জানানো হয়। সভায় গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে খালি গায়ে বসিয়ে রাখার ঘটনারও নিন্দা জানানো হয়। বামফ্রন্টের সমন্বয়ক বিমল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন নির্মল সেন, রাশেদ খান মেনন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, দিলীপ বড়ুয়া, আবদুল্লাহ সরকার, আ,ফ,ম মাহবুবুল হক, আবদুস সালাম প্রমুখ।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু এক বিবৃতিতে বলেন, সভা-সমাবেশ, মিছিল জনগণের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার; কিন্তু পুলিশ দিয়ে এ অধিকার খর্ব করা গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারের উপর চরম আঘাত। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ছাত্রদের মানহানি করার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ। গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, পুলিশ কন্ট্রোল রুমে জামা খুলে রোদে বসিয়ে ছাত্রদের মানহানি করে পুলিশ চরম ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করা না হলে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য প্রয়োজনে সন্ত্রাস নির্মূলে ব্যর্থ সন্ত্রাসীদের রক্ষক পুলিশের ক্যাম্পাসে অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর-এ খোদা টরিক এক বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। এছাড়া ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গতকাল সোমবার মধুর ক্যান্টিনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে সভাপতি শরীফুজ্জামান শরীফের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, কল্যাণ কল্লোল ও জহিরুল ইসলাম পিন্টু। বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন সভাপতি জোনায়েদ সাকী ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল বালো অপর এ বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও হল দখলের রাজনীতি বন্ধের দাবিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (চু-ক) আজ সকাল ১১টায় উপাচার্য অফিস ঘেরাও করবে।

ছাত্র ইউনিয়ন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে আগামীকাল বুধবার কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত বইখাতা হাতে ক্যাম্পাস ও নগরীতে মৌন মিছিল ও আগামী ৩০শে এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সকাল-সন্ধ্যা প্রতীক অনশন করবে।

ভিসির সঙ্গে শিক্ষক সমিতির আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট মহলকে সংযত আচরণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। গতকাল সোমবার উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরীর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের এক আলোচনায় এই আহ্বান জানানো হয়। ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাকালে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উন্নয়নে ভিসিকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সভায় সংঘাত ও ধর্মঘটের পথ পরিহার করে শিক্ষার স্বার্থে আরো সহনশীল ভূমিকা পালন করে সকল ছাত্র সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট মহলকে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। ক্যাম্পাসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি প্রশমিত করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও আস্থা অর্জনে সকল প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আলোচনা সভায় পার্থপ্রতিম আচার্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।